MONTHLY VANGUARD
ভ্যানগার্ড
www.vanguardonline.info | www.spb.org.bd
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র
মার্চ-এপ্রিল ২০২১
দাম : দশ টাকা

নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য কমাও, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিল কর

ঢাকায় সভা-সমাবেশের উপর নিষেধাজ্ঞায় নিন্দা

বিক্ষোভ সমাবেশে বাসদ নেতৃবৃন্দ

ঢাকা মহানগরে সভা সমাবেশে নিষেধাজ্ঞা জারির তীব্র নিন্দা ও ক্ষেভ জানিয়ে এই অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার, নির্বতমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিল, তিস্তা পানির ন্যায্য হিস্যা আদায় এবং চাল-তেল-ডালসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য কমানোর দাবিতে বাংলাদেশের সমাজতন্ত্রিক দল-বাসদ এর উদ্যোগে ১৫ মার্চ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ ঢাকা মহানগর কমিটির সদস্যসচিব জুলফিকার আলী ও সদস্য খালেকুজ্জামান লিপন।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, ১৪ মার্চ ঢাকা মহানগর পুলিশের সদরদপ্তর থেকে ভারপ্রাপ্ত কমিশনার সংবাদ সম্মেলন করে ১৭ থেকে ২৬ মার্চ সভা-সমাবেশ না করার আহ্বান জানিয়েছেন। এটা নাগরিকদের গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক অধিকারের ওপর নগ্ন হস্তক্ষেপ। নেতৃবৃন্দ এর তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ জানিয়ে বলেন, পুলিশ প্রশাসনের এ ধরনের ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্য মেনে নেয়া যায় না। অবিলম্বে পুলিশ প্রশাসনের এই অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানান।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ একক কোন দলের ব্যাপার ছিল না। গুটিকয়েক পাকিস্তান ভাবদর্শের দল বাদ দিয়ে তখন দেশে বিরাজমান প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল, ছাত্র-শ্রমিক সংগঠন, নারী-সাংস্কৃতিক সংগঠন, দলমত নির্বিশেষে সামাজিক শক্তিসমূহ সম্মিলিতভাবে লড়াই করে দেশ স্বাধীন করেছে। আর প্রত্যেকে নিজের মতো করে নানা আয়োজনে স্বাধীনতার ৫০তম বছর উদ্‌যাপন করবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু পুলিশ কোন প্রকার কর্মসূচি পালন না করার আহ্বান মানুষের মৌলিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ এবং ঔদ্ধত্যপূর্ণ। এর মধ্যদিয়ে শুধুমাত্র সরকার ও সরকারি দলের বাইরে অন্য কারও স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের আর কোন সুযোগ থাকলো না।

নেতৃবৃন্দ বলেন, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানে বর্তমান ভোট ডাকাতির সরকার ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বাংলাদেশে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছে। মোদি আগামী ২৬ মার্চ আমাদের দেশে আসবে। ভারতের গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল, সেক্যুলার মানুষ মনে করে গুজরাটের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার হোতা মোদি–যে দাঙ্গায় ২০০২ সালে কয়েক হাজার মানুষ মারা গেছে, আহত হয়েছে এবং নিখোঁজ হয়েছে

হাজার হাজার মানুষ। মোদি হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক দল বিজেপির নেতা–যে দল ধর্মের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে বিভেদ তৈরি করেছে। তাকে ধর্মনিরপেক্ষ, সেক্যুলার বাংলাদেশের ৫০তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের অনুষ্ঠানে অমন্ত্রণ জানানো মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপন্থী।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, সাম্প্রদায়িক নরেন্দ্র মোদির আগমন বাংলাদেশের জনগণ মানে না। জীবন ও রক্তের বিনিময়ে অর্জিত অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসে মোদিকে আমন্ত্রণ জানানো ৩০ লাখ শহিদের রক্তের সাথে বেঈমানি করা এবং আপামর জনগণকে অপমান করার শামিল।

নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশে দ্রব্যমূল্য লাগামহীনভাবে বেড়েই চলছে। একদিকে মহামারিতে বিশাল অংশের সাধারণ মানুষের আয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমেছে। যে কারণে, দারিদ্রের হার এখন প্রায় ৪৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে–সরকারি হিসেবে যা একবছর পূর্বে ছিল ২১ শতাংশ। অন্যদিকে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বেড়ে নিম্ন আয়ের মানুষের ঘাড়ে মড়ার ওপর খাড়ার ঘা হিসেবে পড়ছে। সরকার ব্যবসায়ীদের দাবির কাছে নতজানু হয়ে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ না করে ভোক্তাদের পকেট কাটার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। টেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) হিসাব অনুযায়ী গত এক বছরে মোটা চালের দাম বেড়েছে ৩৭ দশমিক ১৪ শতাংশ এবং পাইজাম চালের দাম বেড়েছে ২২ শতাংশ। সরকারের 'দ্রব্যমূল্য পর্যালোচনা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি' এখন এক লিটারের এক বোতল সয়াবিন তেলের দাম নির্ধারণ করে দিয়েছে ১৩৯ টকা, এর মধ্যে সরকারি ট্যাক্স আছে ২১ টাকা। এছাড়া দাম বেড়েছে ডাল, গুড়ো দুধ, ব্রয়লার মুরগি, গরুর মাংস-সহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, দেশের বর্তমান সরকারের অগণতন্ত্রিক, স্বৈরচারি ও ফ্যাসিবাদী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদ-বিক্ষোভ মোকাবিলায় জনগণের কণ্ঠরোধ করতে চায়। তাই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন জনগণের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। নেতৃবৃন্দ গণতন্ত্র বিরোধী ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিল ও নিত্যপণ্যের মূল্য কমানোর জোর দাবি জানান।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিল কর, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ কর

বিক্ষোভ সমাবেশে বাম জোটের নেতৃবৃন্দ

- ♦ লেখক মুশতাক আহমেদ হত্যার বিচার কর
- ♦ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদকারী গ্রেপ্তারকৃতদের মুক্তি দাও, মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার কর

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিল, লেখক মুশতাক আহমেদ হত্যার বিচার, মুশতাক হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদকারী সকল গ্রেপ্তারকৃতদের মুক্তি, মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন উর্ধ্বগতি রোধের দাবিতে ৯ মার্চ '২১ দেশব্যাপী বিক্ষোভের কেন্দ্রীয় কর্মসূচিতে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বাম গণতান্ত্রিক জোটের কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের সমন্বয়ক সিপিবি'র প্রেসিডিয়াম সদস্য আবদুল্লাহ ক্বাফী রতনের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, কমিউনিস্ট পার্টির সহকারী সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ জহির চন্দন, বাসদ (মার্কসবাদী)'র আ ক ম জহিরুল ইসলাম, বাসদ কেন্দ্রীয় পাঠচক্র ফোরামের সদস্য খালেকুজ্জামান লিপন, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য আকবর খান,

ইউসিএলবি'র কেন্দ্রীয় নেতা নজরুল ইসলাম, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির শহীদুল ইসলাম সবুজ, গণসংহতি আন্দোলনের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বাচ্চু ভুইয়া, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সভাপতি হামিদুল হক।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, ২০০৬ সালে প্রণীত তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারার প্রয়োগ নিয়ে তীব্র বিরোধীতার ফলে সরকার ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে প্রণীত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে ৫৭ ধারাকে ভেঙে নতুন আইনের ২১, ২৫, ২৯ এবং ৩১ এই ৪টি ধারায় ছড়িয়ে দেয়া হয়। আইনে অপরাধ হিসাবে আরও নতুন কিন্তু চরম অনির্দিষ্ট কতগুলো বিষয়কে যুক্ত করা হয়েছে। তদন্তকারী পুলিশ অফিসারকে এ বিষয়গুলো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দেয়া হয়। আইনের ৪৩ ধারায় পুলিশকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার, জব্দ ও তল্লাশি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ২১ ধারার সুযোগ নিয়ে সরকার এবং সরকারের সুবিধাভোগীরা বিরোধী মতের ব্যক্তিদের শায়েস্তা করার জন্য এর ব্যবহার করছে। মুশতাক, কিশোর, দিদারের ক্ষেত্রে যেমনটি ঘটেছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকার ও রাষ্ট্রবিরোধিতা এক নয়। জনগণের টাকায় যাদের বেতন হয়, জনগণ যাদের নির্বাচিত করে, তাদের সমালোচনা করার অধিকার জনগণের রয়েছে। এটি নাগরিক অধিকার। ভোটারবিহীন বা মধ্যরাতের নির্বাচনের সরকারকে অবৈধ বলা বা তার পদত্যাগ দাবি করা রাষ্ট্রের বিরোধিতা নয়। নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে বাক্ স্বাধীনতা খর্বকারী ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মতো কালো আইন বাতিলের দাবি জানান। নেতৃবৃন্দ গণআন্দোলন গড়ে তুলে গণঅভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে গণবিরোধী সরকারকে পরাভূত করে গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, লেখক মুশতাক আহমেদের মৃত্যু একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। তাকে স্বাধীন মতপ্রকাশের অপরাধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে নয় মাস কারান্তরীণ রাখা হয়। ছয়বার তার জামিন আবেদন নামঞ্জুর করা হয়। তাকে হত্যার দায় ক্ষমতাসীন সরকারকে নিতে হবে।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, সরকার তদন্তের জন্য একাধিক কমিটি করেছে। সেসব কমিটির রিপোর্টে মুশতাকের মৃত্যু স্বাভাবিক বলা হয়েছে। দেশের মানুষের কাছে এ রিপোর্ট গ্রহণযোগ্য নয়। এর জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করে সুষ্ঠু নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে খুলনার শ্রমিকনেতা রুহুল আমিনসহ মুশতাক হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদকারী গ্রেফতারকৃত সকলের অবিলম্বে মুক্তি দাবি করেন। তারা গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানান।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, চাল, চিনি, তেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের লাগামহীন মূলবৃদ্ধি জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে ফেলেছে। সরকার অনেক কথা বললেও বাস্তবে ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের ওপর তার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। ফলে সিন্ডিকেটই এখন বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, এ সরকার ভাত-ভোটের নিশ্চয়তা দেয়ার অঙ্গীকার করে ক্ষমতায় এসে গত বার বছরে ধাপে ধাপে চালের দাম কয়েক দফা বাড়িয়েছে। দশ টাকায় যে চাল জনগণকে দেয়ার কথা বলেছিল সেই চালের কেজি এখন পঞ্চাশ টাকা। সরকার বাজার সিন্ডিকেটের আশ্রয় ও প্রশ্রয়দাতা।

নেতৃবৃন্দ বলেন, মন্ত্রীসভাও ব্যাবসায়ীদের সিন্ডিকেটে পরিণত হয়েছে। নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। দেশের বিভিন্ন জেলায় উল্লিখিত দাবিতে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়েছে।